46

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 03 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ॥ আলোচনা

ভালো কথা-সিদ্ধান্ত আরো ভাল

পরিবেশ এখন এক গরম বিষয়। সারা দুনিয়ার দুর্ভাবনার বিষয়। তবে এ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রকৃতির উপর যুগ যুগ ধরে যে অত্যাচার চলছে তার ফলে বিপন্ন পরিবেশের প্রভাবে অস্তিত্বের সংকট। এ মুহূর্তে যা অন্তত হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এ হুমকির হাত থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। বাঁচার পন্থা নিয়ে ভাবতে হবে। গোটা দুনিয়াই তার বলতে গেলে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনায় মুখর।

প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুতর ব্যাপার। তবে ওটাই সব কথা নয়। পরিবেশের আরো রকমফের আছে। এই যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ নিয়ে একটা বৈঠকই হয়ে গেল। এই পরিবেশের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যাপার- স্যাপারই এর সার কথা।

প্রকৃতির সঙ্গে যোগ নেই বলেই কিন্তু একে খাটো করে দেখার উপায় নেই। একটি জাতির মানবিক পরিবেশ তার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। শিক্ষার পরিবেশ, বিশেষ করে তা যদি হয় দেশের সেরা শিক্ষাঙ্গন সংক্রান্ত, একেও অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সে পরিবেশের বিঘ্ন নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী হতে হবে। এর কোন বিকল্প থাকতে পারে না।

জেনে আমরা খুশি হয়েছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দস্তুর মত একটি পরিবেশ পরিষদই রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট আর ছাত্র সংগঠনের নেতারা এর সদস্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কতটা সংগঠিত তার খবর আমাদের জানা নেই। পরিষদের সাম্প্রতিক বৈঠকের খবর থেকে আমরা এর সংগঠন সংক্রান্ত ধারণা আন্দাজ করে নিয়েছি মাত্র। এ ধারণার অপূর্ণতা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কোন বাধা সৃষ্টি করবে না বলেই, এ দিকটি এড়িয়ে যাচ্ছি।

যা বলছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। শিক্ষার্থী আর অভিভাবক মহলের ক্ষোভ আর দুর্ভাবনারও সীমা নেই। আর এ দুর্ভাবনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্পর্শ করবে না বা স্পর্শ করছে না, এমন মনে করারও কারণ নেই। পরিবেশ পরিষদের বৈঠক ডেকে সুরাহা খোঁজার উদ্যোগ তাই অভিনন্দন-যোগ্য। আমরা এ উদ্যোগে উল্লসিত বলেই পরিবেশ পরিষদের বৈঠকের এ খবরটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা, ভর্তির নিয়ম বা এ সংক্রান্ত বিতর্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি। স্যার এ এফ রহমান হলে সন্দেহজনক মৃত্যু যার অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদে আলোচিত এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই প্রভূত গুরুত্বের অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত করতে হলে, নিদেন শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হলেও, এর প্রত্যেকটি বিষয়ের আশু ফয়সালা অপরিহার্য। পরিষদ বিষয়গুলোকে আলোচনায় এনে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই। তবে কোন একটি বিষয়েও ফয়সালায় পৌঁছাতে পারেননি, এ খবরটাকে উৎসাহজনক গণ্য করা যায় না বরং বৈঠক অনুষ্ঠানের খবর যে উৎসাহের জন্ম দিয়েছে, বৈঠকের পরিণতি তাতে পানি ঢেলেছে ভাবলেও দোষ দেয়ার কিছু আছে, মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অসুবিধে হতে পারে। এর সঙ্গে অনেক জটিলতা জড়িয়ে গেছে। তারপরও মনে রাখা দরকার, সিদ্ধান্ত নিতে যতই দেরী করা হবে, জটিলতা ততই বাড়বে। আর এ বৃদ্ধির অঙ্কের নিয়ম মানবে না, জ্যামিতিক হারে পৌঁছাবে। এ সব বিষয় নিয়ে বসে থাকার তাই যুক্তি থাকতে পারে না। দ্রুত ফয়সালায় পৌঁছাতে না পারলে আলোচনাও তাৎপর্য বা প্রয়োগ মূল্য হারাতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি আকর্ষণীয় উদ্যোগ যদি কোন ফল দিতেই না পারে, আমরা তবে ভরসা রাখি কোথায়? কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনের মত জটিল বিষয় সম্পর্কে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ নাহয় সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়মের মত সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আটকাবে কেন?

একটা সময় ছিল পরীক্ষার ফল নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের কাছে হাজির হলেই তিনি ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। প্রার্থী তাঁর বিবেচনায় যোগ্য বিবেচিত হলেই ল্যাঠা চুকে যেত। এখন আর সে অবস্থা নেই। চাহিদা প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। আর সে প্রতিযোগিতা এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে, বিভাগীয় ভর্তি পরীক্ষায়ও আর তাল সামাল দেয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে চাপ সামাল দিতে হচ্ছে।

এই কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আর তার ভিত্তিতে বিষয় নির্ধারণ নিয়ে সমালোচনার সীমা নেই। তবু সকলেই একে মন্দের ভালো বলে মেনে নিয়েছেন এই বলে যে, আর যাই হোক, একটা নিয়মের মাধ্যমে কাজ চলছে। অসন্তুষ্টি কিছু থাকলেও এ নিয়ে ক্ষোভ কিছু ছিল না। এখন ক্ষোভ জন্মানোর কারণ দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ করে খবর বেরিয়ে পড়েছে যে, আসছে বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের সন্তানদের আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ভর্তি পরীক্ষায় হাজির হলেই তারা ভর্তিরযোগ্য বিবেচিত হবেন। এমন একটা উদ্ভট সিদ্ধান্তকে কেউই মানতে পারছেন না।

বলা যেতে পারে, এটাই যদি নিয়ম হয়, এ নিয়ে আর কথা বলার কি থাকতে পারে। হ্যাঁ, তারপরও কথা বলার অবকাশ থাকে। নিয়ম ব্যাপারটাই এমন যে, এর সঙ্গে ন্যায়-নীতির সম্পর্ক আপনা থেকেই বর্তে যায়। যা কিছু অন্যায় তাকে 'নিয়ম' বলে চালানো যায় না। নিয়মের সঙ্গে ন্যায়-নীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ঢালাও অধিকার পেয়ে যাবে, এমন নিয়মের প্রবর্তন ঘটলে অন্যের, এমন কি যোগ্যতরের শিক্ষার অধিকার অস্বীকার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা যে ক্ষমতায়ই কাজ করুন না কেন, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছেন। নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধে হয়ত অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তাকে অতটা বাড়ানো যায় না যে, তা সন্তান পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এ কেবল নৈতিকতার প্রশ্নই নয়, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার সাধারণ অধিকারেরও বিরোধী।

ভর্তির নিয়ম পরিবর্তন সংক্রান্ত এ বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খুবই স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা কর্মচারী যদি মনে করেন তার সন্তান তার কাছে থেকেই শিক্ষাজীবন শেষ করবে, আর এ ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিতে হয়, তবে এই নগরীর প্রতিটি অধিবাসীকেই একই সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা গোত্র বা মহল বিশেষের একক অধিকার হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের বৈঠকের খবরে দেখলাম ছাত্র নেতারাও এ বিষয়টি বুঝতে ভুল করেননি। এরপরও এ নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারার ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই রহস্যময় ঠেকছে। সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে রাখলেই একটা অন্যায়কে চাপিয়ে দেয়া যাবে, এমন ধারণা যদি কেউ পোষণ করেন, খুবই ভুল করবেন। অতিরিক্ত ক্ষতি যা হবে তা হচ্ছে এই-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন।

এ বিষয়গুলো খুবই স্পর্শকাতর। এ সব বিষয় ঝুলিয়ে রাখার অর্থই হচ্ছে ঝুঁকি বাড়ানো। ঝামেলা বাড়ানো। আলোচনায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়-নীতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়েই কেবল কর্তৃপক্ষীয় আচরণের স্বচ্ছতা বজায় রাখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ সংক্রান্ত শেষ খবর হচ্ছে, পরিষদের বৈঠক আবার বসবে। কবে বসবে তা অবশ্য এখনো বলা যায় না। এতে একটা অনিশ্চয়তার আভাস পাওয়া যায়। এমন একটা সাধু উদ্যোগের সঙ্গে অনিশ্চয়তা জড়িয়ে থাকা কোন কাজের কথা হতে পারে না।

এতসব সত্ত্বেও বলবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে ভাবা হচ্ছে, এ জন্যে পরিবেশ পরিষদ হয়েছে, পরিষদের একটা বৈঠকও হয়ে গেছে, এ সত্যি সুখের খবর। তবে ব্যাপারটা আরো সুখের হত, যদি জানা যেতো, এ বৈঠকে অন্তত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, কিছু ব্যাপারের ফয়সালা হয়েছে।

যা হয়নি তা নিয়ে শত দুঃখ করলেও তো আর এ মুহূর্তেই তা হয়ে যাওয়ার নয়। আমরা তাই আশার দৃষ্টি মেলে পরিষদের আগামী বৈঠকের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

—সালেহ চৌধুরী